৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

ভূমিকাঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্র। সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বদিকে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তরে কানাডা এবং দক্ষিণে মেক্সিকো ও মেক্সিকো উপসাগর। দেশটির আয়তন প্রায় ৩৫,৫৭,০০০ বর্গমাইল। সমগ্র দেশটি উপত্যকা, বৃহৎ নদ-নদী এবং বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে উর্বর সমভূমি নিয়ে গঠিত। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী এ দেশটি বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তেরটি উপনিবেশের ৫৫ জন প্রতিনিধ ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Declaration Of Independence) সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে। ঐ দিনে বিশ্বের বুকে আবির্ভূত হয় একটি শক্তিশালী দেশ যার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৭৭৭ সালের ১৭ নভেম্বর ১৩টি রাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি 'কনফেডারেশন' গঠন করে এবং পরবর্তীতে ১৭৮৩ সালে স্বাধীনতার চূড়ান্ত স্বীকৃতি অর্জন করে। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে দেশটি ব্রিটেনের কলোনী ছিল। আসুন, আমরা এ ইউনিটের উল্লেখিত পাঠগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ-১ ঃ মার্কিন সংবিধানের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য।*
- *পাঠ-২ ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থা।*
- *পাঠ-৩ ঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ব্যবস্থা।*
- *পাঠ-৪ ঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী।*

পাঠ-১

মার্কিন সংবিধানের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য।

উদ্দেশ্য

এপাঠ শেষে আপনি —

- মার্কিন সংবিধান রচনার পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সংবিধানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে করতে পারবেন;
- সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সংবিধান রচনার পটভূমি

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিধি বিধানের সমষ্টি। মার্কিন সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। মহাদেশীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্র সমবায়ের অনুচ্ছেদ থেকে মার্কিন সংবিধানের সূত্রপাত। রাষ্ট্র সমবায়ের যে অনুচ্ছেদগুলো প্রস্তুত করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান বলে অনেকে অভিহিত করেছেন। উপনিবেশগুলোর ঐক্য রক্ষা এবং যুদ্ধ পরিচালনাই ছিল রাষ্ট্র সমবায় অনুসারে দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য। কলোনী যুগের গর্ভনরগণ পদত্যাগ করে মাতৃভূমি ব্রিটেনের সেনাবাহিনীর কাছে আশ্রয় নেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপনিবেশগুলোতে প্রশাসনিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। যে যার প্রয়োজন মত সরকার পুনর্গঠনের জন্য মহাদেশীয় কংগ্রেস উপনিবেশগুলো নিজেদের উপনিবেশের পরিবর্তে রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকে এবং নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যপৃত হয়। "রোড আইল্যান্ড" এবং "কনেকটিকাট" নিজেদের রাজকীয় সনদের সামান্য শব্দগত পরিবর্তন করে। ঐ সনদকেই তারা শাসনতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। রাষ্ট্রগুলোর শাসনতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও কিছু কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্য দেখা দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ তৎকালীন অষ্টাদশ শতাব্দীর তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তারা মনে করেন রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রধান প্রধান ধারাগুলোকে সংবিধানভুক্ত করতে পারলে সংবিধানের উৎকৃষ্টতা বৃদ্ধি পাবে। ১৭৮১ সালে গৃহীত রাষ্ট্র সমবায়ের অনুচ্ছেদে ১৭৮৭ সালের মার্কিন সংবিধানের উৎসরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সমবায়ের কাঠামোতে দুর্বলতা ধীরে ধীরে প্রকট হতে থাকে। রাষ্ট্রগুলো নিজেদের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারে সক্ষম ছিল। সমবায়ী ১৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষত বানিজ্যিক স্বার্থের সংঘাত ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠে। এ প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র সমবায়ের দুর্বলতা দূর করার জন্য সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। একটি সম্মেলন আহ্বানের মাধ্যমে আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের যথার্থ প্রচেষ্টায় ১৭৮৭ সালে কংগ্রেসের নিকট আবেদন পেশ করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৯ সালে নতুন সংবিধান প্রণীত হয়।

মার্কিন সংবিধানের উদ্ভব ও বিকাশ

জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনে আমেরিকার একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ উদ্দ্যেশ্যে একটি সংবিধান প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মার্কিন সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে আর যাঁদের উদ্যোগ এবং ভূমিকা অপরিসীম তাঁরা হলেন জেমস ম্যাডিসন, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন ও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমূখ। এ ছাড়াও কিছু কিছু প্রতিনিধি সংবিধান প্রণয়নে বিশেষ নৈপূণ্য ও দক্ষতার পরিচয় দেন।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র সমবায়ের অনুচ্ছেদ সংশোধন। প্রতিনিধিগণ নতুন সংবিধান রচনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্মেলনের প্রতিনিধি আলেকজান্ডার হ্যামিলটন গণতন্ত্রের

প্রতি ছিলেন উদাসীন। তিনি শুরু থেকেই সাংবিধানিক রাজশক্তির প্রতি গুরুত্ব দেন। তিনি সাংবিধানিক রাজশক্তির ন্যায় একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ভার্জিনিয়ার প্রতিনিধি এডমন্ড রানডলফ ১৫টি প্রস্তাবের এক সংকলন সভায় উপস্থিত করেন। কিন্তু ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো-এর বিরোধীতা করেন। নানা তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে বোঝাপাড়ার মনোভাব গড়ে উঠে। অনেকেই মনে করেছিলেন যে হয়তো ১৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে অনেকেই সংবিধান অনুমোদন করবে না। আলোচনার পর স্থির হয় যে, ১৩টি রাষ্ট্র অনুমোদন করলেই সংবিধান কার্যকর বলে ধরে নেয়া হবে। ডেলওয়্যার, নিউ জার্সি, জর্জিয়া এবং কনেকটিকাট প্রমূখ রাষ্ট্র দ্রুত সংবিধান অনুমোদন করে। নর্থ ক্যারোলিনা এবং রোড আইল্যান্ড সম্মতি জ্ঞাপন করে। ১৭৮৯ সালের মার্চ মার্সের প্রথম বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ধার্য করা হয়। অবশেষে ১৭৮৭ সালের মার্কিন সংবিধান ১টি প্রস্তাবনা এবং ৭টি অনুচ্ছেদসহ গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। এই হলো মার্কিন সংবিধানের বিকাশ ধারা।

মার্কিন সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি সংবিধানের কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মার্কিন সংবিধানের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সংবিধানের সামগ্রিক পরিচয় নিহিত থাকে। মার্কিন সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১. **প্রস্তাবনাঃ** প্রস্তাবনাকে মার্কিন সংবিধানের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা যায়। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে রচিত ও গৃহীত মার্কিন সংবিধানে সর্বপ্রথম একটি প্রস্তাবনার কথা উল্লেখ করা হয়। এর পূর্বে সংবিধানে প্রস্তাবনা সংযোজনের কোন দৃষ্টান্ত নেই। স্বাধীনতা ঘোষণার মৌলিক বিধানগুলোও প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতাগণ এ প্রস্তাবনাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন।

২. **লিখিত সংবিধানঃ** মার্কিন সংবিধান লিখিত প্রকৃতির। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত সংবিধান। এ সংবিধানের অধিকাংশ বিধি বিধান লিখিত। এ সংবিধান সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন। সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে বলা আছে,□This constitution and the laws of the United States shall be the supreme law of the land."

৩. **জনগণের সার্বভৌমত্বঃ** জনগণের সার্বভৌমত্ব মার্কিন শাসনতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট দিক। মার্কিন সংবিধানের শুরুতে বলা আছে—"We are the people of the United States" সংবিধানের প্রস্তাবনার ঐ ধরনের উল্লেখ গণসার্বভৌমত্যের নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে টকভিল বলেন, "মূর্তি পূজারীর কাছে বিগ্রহের স্থান যে রকম, মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় জনগণের স্থান ও তদ্রুপ"।

৪. **সংক্ষিপ্ততাঃ** সংক্ষিপ্ততা মার্কিন সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মার্কিন সংবিধানে কেবলমাত্র শাসন ব্যবস্থার মৌল বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে। এ সংবিধানে ব্যাপক কোন ব্যাখ্যা নেই। এর কারণ হল অঙ্গরাজ্যগুলোর স্ব-স্ব সংবিধান। সংবিধানটির প্রাথমিক মুদ্রিত আয়তন ১০-১২ পৃষ্ঠার বেশী ছিল না। সুতরাং এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংবিধান।

মার্কিন সংবিধান ছিল পৃথিবীর সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মধ্যমণি।

৫. **যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাঃ** মার্কিন সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মানে, সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্য ক্ষমতার বন্টন। মার্কিন সংবিধান ছিল পৃথিবীর সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মধ্যমণি।

৬. **সংবিধানের প্রধান্যঃ** মার্কিন সংবিধানে সংবিধানের প্রাধান্যের কথা বলা আছে। সংবিধানের প্রধান্য বলতে আমরা বুঝি সংবিধান কর্তৃক গঠিত সকল সংস্থা ও কাঠামো সংবিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়াকে। বস্তুতঃ সংবিধান হল দেশের মৌলিক ও সর্বোচ্চ আইন।

৭. **পরিবর্তনীয় সংবিধানঃ** এ সংবিধান লিখিত প্রকৃতির এবং দুষ্পরিবর্তনীয়। এ সংবিধান সহজে পরিবর্তনযোগ্য নয়। মার্কিন সংবিধান পরিবর্তনে বিশেষ জটিল ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে। এ কারণে মার্কিন সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির।

৮. **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণঃ** মার্কিন সংবিধানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ। এই বৈশিষ্ট্যকে কেউ কেউ মার্কিন সংবিধানের অন্যতম স্তম্ভ বলে অভিহিত করেছেন। এ নীতি অনুসারে সরকারের ত্রিবিধ ক্ষমতা- আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিধান রাখা হয়েছে যে, সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।

৯. **নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য-নীতিঃ** মার্কিন সংবিধানে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য- নীতির ব্যবস্থা রয়েছে। এটি মার্কিন সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সংবিধান প্রনেতাগণ স্বেচছাচারের আশংঙ্কা দূর করার জন্য বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য নীতি সংযোজন করেন। এ নীতির মূল কথা হল- প্রত্যেক বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অপর দুই বিভাগ প্রাপ্ত।

১০. **মৌলিক অধিকার ঃ** মার্কিন সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বিধান রয়েছে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার লিখিত ভাবে মার্কিন সংবিধানে সর্ব প্রথম উল্লেখ করা হয়। সংবিধানের প্রথম ১০টি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

১১. **রাষ্ট্রপতিঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান। এ ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রপতি আইনগত ও বাস্তব দিক থেকে সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। নির্বাচনী কলেজের মাধ্যমে সংবিধানের ২নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি কংগ্রেসের কাছে সরাসরি দায়িত্বশীল নন। মন্ত্রীগণ আইন সভার কাছে দায়ী থাকে এবং সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে দায়ী থাকেন। তারা আইন সভার সদস্যও নন।

১২. **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনাঃ** বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা মার্কিন সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি সফলতার জন্য এ ব্যবস্থা অপরিহার্য। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা হল আদালতের আইন সভার কোন আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করার এখতিয়ার। এ প্রক্রিয়ায় আদালত সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির এটি একটি প্রকৃত উদাহরণ।

১৩. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাঃ** মার্কিন শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক প্রকৃতির। এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। মার্কিন সংবিধানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের সহাবস্থানের বিধান রাখা হয়েছে। এ শাসনতন্ত্রে "গণ-উদ্যোগ ও "গণ ভোট" এর উল্লেখ রয়েছে। মার্কিন সংবিধানে এটিই হলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের পরিচয়।

১৪. **দ্বৈত ব্যবস্থাঃ** দ্বি-ব্যবস্থা মার্কিন সংবিধানের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য রূপে উল্লেখ করা যায়। মার্কিন সংবিধানে দ্বি-নাগরিকত্বের পাশাপাশি দ্বি-কক্ষ আইন সভা ও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় নাগরিক একাধারে যুক্তরাষ্ট্র ও অংগ রাষ্ট্রের নাগরিক বলে বিবেচিত হয়।

মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি

সংশোধন পদ্ধতি অনুসারে মার্কিন সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। একমাত্র কেন্দ্রীয় আইন সভা বা কংগ্রেস ও সরকারই এই সংবিধান সংশোধন করতে পারে না। এই সংবিধান সংশোধনে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার অপরিহার্য। দুটি পদ্ধতিতে মার্কিন সংবিধান সংশোধন করা যায়। যথাঃ-

- প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের সম্মতিক্রমে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব রাখা যায়। এ জন্য ফোরাম গঠন আবশ্যক। অন্যথায় এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের কোন ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা নেই।

- অংগরাজ্যের আইন সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করে জাতীয় সম্মেলন আহবান করতে পারেন। এরূপ পরিস্থিতিতে কংগ্রস সম্মেলনের আহবান করবে, তবে এ পদ্ধতির প্রয়োজন অনেকটা সীমিত।

মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব।

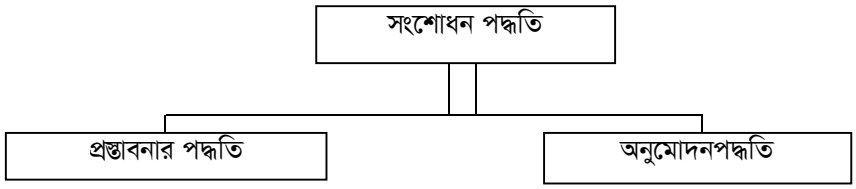

১. কংগ্রেসের উভয় কক্ষের উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে প্রস্তাব পেশ।	১. অঙ্গরাজ্যগুলোর আইনসভার তিন চর্তুথাংশ দ্বারা অনুমোদন।
অথবা	অথবা
২. রাজ্যগুলোর আইনসভার দু'তৃতীয়াংশের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত সভা দ্বারা প্রস্তাব পেশ	২. একই উদ্দেশ্য অঙ্গরাজ্যগুলোর আহূত সম্মেলনে তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা অনুমোদন।

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মার্কিন সংবিধান সংশোধনে প্রস্তাব উত্থাপন পদ্ধতি ও অনুমোদন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ সংশোধন পদ্ধতি বিশেষ পদ্ধতি রূপে স্বীকৃত। এ কারণেই মার্কিন সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পর্যায়ভুক্ত।

সারকথাঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ১৭৭৬ সালে ব্রিটেনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই মার্কিনবাসী সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এ লক্ষ্যে তারা ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার একটি সম্মেলন আহ্বান করে। এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সংবিধান এর মৌলিক দিকগুলো হল, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, লিখিত প্রকৃতির সংবিধান, রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন

১। আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে -

ক) ১৭৭৬ সালের জুন মাসে;
খ) ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই মাসে;
গ) ১৭৭৬ সালের ৫ই জুলাই মাসে;
ঘ) ১৭৭৬ সালের ১০ই জুলাই মাসে।

২। ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় -

ক) ১৭৭৬ সালে;
খ) ১৭৭৮ সালে;
গ) ১৭৮৭ সালে;
ঘ) ১৭৮৫ সালে।

৩। মার্কিন সংবিধানে প্রস্তাবনার সংখ্যা ?

ক) একটি;
খ) দু'টি;
গ) চারটি;
ঘ) কোনটি নয়।

উত্তরমালাঃ- ১। খ, ২।গ, ৩। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি বর্ণনা করুন।
২। যুক্ত রাষ্ট্রের সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি ব্যাখা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণনীতি এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ব্যবস্থা

পাঠ-২

পাঠের উদ্দেশ্য

এ পাঠ থেকে আপনি -

- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণনীতি কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মার্কিন শাসন ব্যবস্থার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ নির্ণয় করতে পারবেন;
- মার্কিন শাসন ব্যবস্থার 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য' নীতির অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিঃ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মার্কিন সংবিধানের একটি বিশেষ দিক। মার্কিন সংবিধান প্রণেতাগণ কোন রকম আবেগের বশবর্তী হয়ে সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করেন নি। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে আমরা শাসন বিভাগকে শাসন করার আইন বিভাগকে আইন রচনা করার এবং বিচার বিভাগকে বিচারের জন্য স্বাধীনতা দান করার নীতিকে বুঝায়।

১. **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ এর মূলনীতিঃ** স্বতন্ত্রতা এই নীতির প্রধান ভিত্তি। এই নীতিতে বলা আছে যে, সরকারের তিনটি বিভাগ পরস্পর স্বতন্ত্র থাকবে।

২. **হস্তক্ষেপ মুক্ত ঃ** এটি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির দ্বিতীয় দিক। এ নীতিতে বিধান রাখা আছে, এক বিভাগ অন্য বিভাগের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করবে না। প্রত্যেকটি বিভাগ স্ব-স্ব কাজ করবে।

৩. **একক দায়িত্ব ঃ** একটি দায়িত্ব ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অন্যতম মৌল ভিত্তি। এই নীতি অনুসারে একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সাথে যুক্ত থাকতে পারবে না। এক ব্যক্তি একটি বিভাগের দায়িত্ব পালন করবে।

৪. **নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ঃ** নিয়ন্ত্রণ মুক্ত অবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রকরণ নীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। এই নীতিতে বলা আছে এক বিভাগ অপর কোন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের এখতিয়ার রাখে না।

মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রভাবঃ

ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল প্রবক্তা। তিনি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে আইন ও শাসন বিষয়ক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বৈরাচারী আইন তৈরী করে তা প্রয়োগ করতে পারেন। মার্কিন সংবিধান প্রণয়নকালে হ্যামিল্টন ও ম্যাডিসন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখেন। ফলে এ নীতি মার্কিন শাসন- ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয়। সংবিধান প্রণেতাগণ সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্ররূপে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মার্কিন সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "All legislative powers here in granted shall be vested in a congress of the united states" সংবিধানের ২নং অনুচ্ছেদে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিধান রাখা হয়েছে যে, "Executive powers shall be vested in a president of the united states of America" ৩নং অনুচ্ছেদে বিচার সংক্রান্ত বিষেয় উল্লখ আছে যে,"The judicial powers of the United States shall be vested in one supreme court"। এক বিভাগকে অন্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। শাসন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত আছে কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেস গঠিত হয় সিনেট ও প্রতিনিধি সভাকে নিয়ে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের সদস্য নন। তিনি কংগ্রেসের কোন কক্ষকে ভেঙ্গে দিবার ক্ষমতা রাখেন না। মার্কিন কংগ্রেস আইন বিষয়ক সকল ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন ও আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রপতি কোন বিশেষ ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারেন। কিন্তু আইন প্রণয়নে কংগ্রেসকে বাধ্য করতে পারেন না। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টও কংগ্রেসের কার্যবলীর সঙ্গে যুক্ত নয়। প্রশাসনিক বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করার জন্য কতিপয় সচিব নিযুক্ত হন। এরা রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত

পরামর্শদাতা ও কর্মচারী। রাষ্ট্রপতি এদেরকে পদচ্যুত করতে পারেন। এরা কংগ্রেসের সদস্য নন। কংগ্রেসের কাছে এদের কোন জবাবদিহিতা নেই। সুপ্রীম কোর্টের উপর কংগ্রেস বা রাষ্ট্রপতির কোন কর্তৃত্ব নেই।

সুপ্রীম কোর্টের উপর কংগ্রেস বা রাষ্ট্রপতির কোন কর্তৃত্ব নেই।

তবে সমালোচকদের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রকরণ নীতির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে নি। প্রথাগত বিধান, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি প্রভৃতি কারণে মার্কিনী ব্যবস্থায় এই নীতির বহু বিচ্যুতি দেখা যায়। মার্কিন সরকারের তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিভাগীয় কাজকর্ম সম্পাদন করে না। প্রতিটি বিভাগের উপর অপর দুটি বিভাগের কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকে।

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি মার্কিন সংবিধানের একটি অন্যতম ভিত্তি। মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণে নীতির পুরোপুরি প্রয়োগ ঘটে নি। এখানে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির উদ্ভব ঘটেছে। এ ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগ একে অপরকে নিজস্ব এখতিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পুনরায় একে একে অপরকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে।

মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির কার্যকারিতাঃ

মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপ্রতি ও কংগ্রেস দুইটি পৃথক সংস্থা। সম্পূর্ণ পৃথক উপায়ে তারা নির্বাচিত হন। উভয়ের কার্যাবলী থেকে উপলব্ধি করা যায় যে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কাজ করে। একে অপরের উপর নির্ভরশীল নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারেন। কংগ্রেস আইন প্রণয়নের প্রকৃত ক্ষমতার মালিক। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করতে পারেন। তবে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির সুপারিশ প্রত্যাখান করতে পারে। আবার রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন। তবে উভয় পক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন থাকলে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করতে বাধ্য থাকেন। মার্কিন শাসন বিভাগের চুড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যাস্ত। আবার রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস ও সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নন। প্রেসিডেন্ট চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে পারে। এমন কি কংগ্রেস এ ব্যাপারে "ইমপিচমেন্ট" ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আইন প্রণয়নে যাবতীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যাস্ত। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোটের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। কিন্তু এ নিযুক্তির ক্ষেত্রে সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কংগ্রেস সুপ্রীমকোটের বিচারপতির সংখ্যা নির্ধারণ করে থাকে।

সাধারণতঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি হল সরকারের তিনটি বিভাগে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করা এবং কেউ অন্য বিভাগে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় এ নীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রপতিই হল আমেরিকান শাসন ব্যবস্থায় মূল ক্ষমতার অধিকারী। Hughes বলেন, "We are under the constitution, but the constitution is what the Judges say it is" মার্কিন সংবিধানের অর্থ এবং ব্যাখ্যা সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে গৃহীত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপট মার্কিন ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ নীতির অনুকূলে ছিল না। তাই এ নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হয় নি।

রাষ্ট্রপতিই হল আমেরিকান শাসন ব্যবস্থায় মূল ক্ষমতার অধিকারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন।

১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা হলেন-

(ক) প্লেটো; (খ) এরিস্টটল;

(গ) মন্টেস্কু; (ঘ) ম্যাকিয়াভেলী।

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ অর্থ-

(ক) ক্ষমতার ব্যবহার; (খ) ক্ষমতার পৃথকীকরণ;

(গ) ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ; (ঘ) কোনটি নয়।

৩। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি মূলত দেখা যায়?

(ক) বাংলাদেশ সংবিধানে; (খ) চীনের সংবিধানে;

(গ) মার্কিন সংবিধানে; (ঘ) ভারতের সংবিধানে।

৪। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি মার্কিন শাসন ব্যবস্থায়

(ক) পুরোপুরি সফল হয়েছে; (খ) পুরোপুরি সকল হয় নি;

(গ) কিছুটা সফল হয়েছে; (ঘ) উপরের কোনটি নয়।

উত্তর মালাঃ ১। গ, ২। খ, ৩। গ, ৪। গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কি?

২. নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি কি ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর আছে?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কি ভাবে কার্যকর করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩ রাষ্ট্রপতির-নির্বাচন ব্যবস্থা, কার্যকাল ও বেতন এবং পদচ্যুতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ থেকে আপনি-

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে বলতে পারেন।

ভূমিকাঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তিনিই শাসন ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তি। একই সাথে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রেসিডেন্টের নির্বাচন পদ্বতি মূলত ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে গৃহীত হয়। ঐ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কে দুই ধরনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছিল। একদল সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষপাতি ছিলেন। অপর একদল কংগ্রেস কর্তৃক রাষ্টপতি নির্বাচনের পক্ষে মত দেন। প্রথম পদ্ধতিতে চতুর ব্যাক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার আশংকা ছিল। এ পদ্ধতিতে যোগ্যতার মূল্যায়নের সম্ভাবনা কম ছিল। আবার দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের হাতের পুতুলে পরিণত হবার আশংকা ছিল। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা ছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে সদস্যদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য দেখা দেয়। সার্বিক বিচারে একটি নির্বাচন সংস্থা দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে পরোক্ষভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর যোগ্যতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীর যোগ্যতায় মার্কিন সংবিধানে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ আছেঃ

প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর বয়স হবে ন্যুনতম ৩৫ বছর। (২) তাঁকে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক হতে হবে এবং (৩) তাঁকে অন্ততঃ ১৪ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্টে বসবাস করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী স্বাভাবিক নাগরিক ছাড়া অন্য কেউ রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হতে পারবেন না। কোন বিদেশী মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তিনি প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হতে পারবেন না। এগুলো সংবিধান প্রদত্ত যোগ্যতা। কংগ্রেস এর বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী কোন অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন না।

নির্বাচন সংস্থা ঃ

মার্কিন রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচন সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে একটি নির্বাচন সংস্থা রয়েছে। সংবিধান অনুসারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচন সংস্থার (Electoral College) দ্বারা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচন সংস্থাটি গঠিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নাগরিকদ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের কমপক্ষে ১৮ বছর বয়সের নাগরিকগণ নির্বাচক সংস্থার প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ নেন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে কংগ্রেসে (প্রতিনিধি সভা ও সিনেট সভা) নির্বাচিত সমসংখ্যক সদস্য এই সংস্থায় নির্বাচিত হন।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য আলাদা আলাদা গঠিত নির্বাচক সংস্থার যোগফল হল ৫৩৫। বর্তমানে এর সদস্য দাড়িয়েছে ৫৩৮-এ। রাজধানী ওয়াশিংটনে নির্বাচন সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হন না। প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন সংস্থার ২৭০ ভোট প্রার্থী ব্যক্তিই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য বা কেন্দীয় সরকারের কর্মচারী নির্বাচক সংস্থার সদস্য হতে পারেন না। নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবার নির্বাচক সংস্থার প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন সংবিধানের ২৩তম সংশোধনের পর এখন নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ স্ব-স্ব জেলায় উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেন। ভোট হয় গোপন ব্যালেটে। সভা কক্ষের সদস্যের সামনে ভোট গণনা করা হয়।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ও পদচ্যুতি

মার্কিন রাষ্ট্রপতির কার্যকাল জানা আবশ্যক। মার্কিন রাষ্ট্রপতির কার্যকাল চার বছর। তার কার্যকাল কত বছর হবে এ নিয়ে ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকে ৭ বছরের প্রস্তাব দেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছিলেন ৭ বছর দীর্ঘসময়। এই দীর্ঘসময় প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারেন। তারা প্রেসিডেন্টের কার্যকাল ৪ বছর হওয়ার পক্ষে মত দেন। বিতর্কে শেষে ৪ বছর নির্ধারণ করা হয়। তবে পুনঃনির্বাচনের কোন বাঁধা তাঁরা উপলব্ধি করেন নি। প্রেসিডেন্ট যতবার খুশি নির্বাচিত হতে পারবেন। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন তৃতীয় বার রাষ্ট্রপতি হতে অস্বীকার করেন। এরপর থেকে দুই বছরের বেশী রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্টিত না হওয়ার শাসনতান্ত্রিক রীতির সৃষ্টি হয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সময় ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ১৯৪০ সালে তৃতীয়বার এবং ১৯৪৪ সালে চতুর্থবারের মত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। যাহোক সংবিধানের ২২তম সংশোধনে রাষ্ট্রপতি পুনঃনির্বাচন সম্পর্কিত সমস্যাটির সমাধান করা হয়।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ৪ বছর শেষ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হলে বা পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয়। আবার তিনি পদচ্যুত হতে পারেন। দেশদ্রোহিতা, উৎকোচ গ্রহণ কিংবা দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে তাকে পদচ্যুত করা যায়। এ উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করতে হয়। এরপর প্রতিনিধি সভায় বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি তার প্রতিবেদন প্রতিনিধি সভার কাছে পাঠায়। এই প্রতিবেদন সভায় বিচার বিবেচনার পর অধিকাংশ সদস্য ইমপিচমেন্ট সমর্থন করলে। এই ইমপিচমেন্ট পদক্ষেপ সিনেট সভায় পাঠাতে হয়। এ সভায় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন। অভিযুক্ত রাষ্ট্রপতি সিনেটে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পান। সিনেটের দুই তৃতীয়াংশের দ্বারা অভিযোগটি অনুমোদন হলে প্রেসিডেন্ট পদচ্যুত হন।

রাষ্ট্রপতির বেতন ভাতা

রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতার ব্যাপারে সাংবিধানিক বিধান রয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আইনের দ্বারা নির্ধারিত। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বর্তমানে বছরে ১লক্ষ ডলার বেতন হিসেবে পান। অন্যান্য খরচ বাবদ আরও ৫০ হাজার ডলার পান। আগে এই ৫০ হাজার ডলার করমুক্ত ছিল। কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির অনুরোধক্রমে ১৯৫৩ সালে খরচের ক্ষেত্রে কর রদের ব্যবস্থা বাতিল করেছে। এছাড়া ভ্রমণ, আপ্যায়ন ও সরকারী বাসভবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এ সম্পর্কে সংবিধানের ২ (৬) নং ধারায় বিধান রাখা হয়েছে। এ বিধান মতে প্রেসিডেন্টের কার্যকাল ও ভাতাদি হ্রাস করা যায় না।

সারকথা

মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাঁকে কেন্দ্র করে আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। কিন্তু তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন না। ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনার পর রাষ্ট্রপতিকে পরোক্ষভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নির্বাচক সংস্থার সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হন। এ ব্যাপারে মার্কিন সংবিধানের ২ নং ধারায় বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচক সংস্থার Electoral college দ্বারা নির্বাচিত হন। এটি গঠিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে ঠিক (√) দিন

১। বর্তমানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কার্যকাল

ক) ৫ বছর; খ) ৭ বছর;
গ) ৪ বছর; ঘ) ৬ বছর।

২। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ?

ক) জনগণের দ্বারা; খ) নির্বাচিত সংস্থা দ্বারা;
গ) কংগ্রেস দ্বারা; ঘ) সিনেট দ্বারা।

৩। মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রার্থীর সর্বনিম্ন বয়স

ক) ২৫ বছর; খ) ৩০ বছর;
গ) ২৬ বছর; ঘ) ৩৫ বছর।

৪। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাচ্যুত করা হয়

ক) ইনপিচমেন্টে দ্বারা; খ) জোর করে;
গ) ভোটের মাধ্যমে; ঘ) কোনটি নয়।

উত্তর মালাঃ ১। গ, ২। খ ৩। ঘ ৪। ক.

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১. আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদচ্যুতি ব্যাখ্যা করুন।
২. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্বাচনী সংস্থাটি কিভাবে গঠিত হয়?

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পাঠ-৪

পাঠের উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উৎস বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকাঃ

মার্কিন শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেন্টের পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিকভাবে অনেক ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্র প্রধান ও শাসন বিভাগের প্রকৃত কর্ণধার। তিনি ব্রিটেনের রাজার মত রাজত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর মত শাসন করেন। এ প্রসঙ্গে Brogan বলেন, "He is the formal head of the nation. He is also the effective head of the executive". মার্কিন সংবিধান প্রণেতাগণ তাঁকে একজন শক্তিশালী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছেন। বিগত ঘটনা প্রবাহে রাষ্ট্রপতির হাতে বহু ও বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা পুঞ্জিভূত রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উৎস

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সাধারণ নিয়মে আসে নি। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার পিছনে কতিপয় উৎস রয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উৎসগুলোকে নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ-

- **সংবিধান ঃ** মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সাংবিধানিক উপায়ে স্বীকৃত। সংবিধান হল তাঁর ক্ষমতার প্রধান উৎস। সংবিধানের মাধ্যমে তাঁর যাবতীয় কার্যাবলী নির্ধারিত ও পরিচলিত। সংবিধানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার পরিধি স্থির করে নেয়া আছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির বহুবিধ ক্ষমতার প্রধান উৎস হল সংবিধান।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির বহুবিধ ক্ষমতার প্রধান উৎস হল সংবিধান।

- **কংগ্রেস ঃ** কংগ্রেস হল আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার অন্যতম প্রধান উৎস। তাঁর ক্ষমতা যে শুধু সাংবিধানিক উপায়ে নির্ধারণ করা হয়েছে তা নয়। মার্কিন কংগ্রেসের বিভিন্ন আইনের দ্বারা এ ক্ষমতা নির্ধারিত হয়েছে। তাঁর নিয়োগ ক্ষমতা, আদেশ বা নির্দেশ জারীর ক্ষমতা প্রভৃতিতে কংগ্রেসের অনুমোদন আবশ্যক। এছাড়া কংগ্রেসের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের বেতন, আয়-ব্যয় নির্ধারিত হয়।

- **সুপ্রীম কোট ঃ** সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার একটি বিশেষ উৎস। সংবিধান সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সম্প্রসারণ করেছে। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যায় কিছু কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন। এ ক্ষেত্রে একটি মামলা উল্লেখ করা যায়। মেয়ার্স বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯২৬ Myers Vs United states 1926 মামলায় সুপ্রীম কোট এই মর্মে রায় দেয় যে, রাষ্ট্রপতি এককভাবে সরকারী কর্মচারীদের পদচ্যুত করতে পারেন।

- **প্রথা ও রীতিনীতিঃ** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় প্রথা ভিত্তিক কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন। মার্কিন শাসনব্যবস্থায় বহু অলিখিত বিষয় আছে। এগুলো প্রথা ও রীতি দ্বারা নির্ধারিত যা মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় উল্লেখ নেই।

- **রাষ্ট্রপতির ভূমিকাঃ** পূর্বে ক্ষমতাসীন অন্যান্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রাষ্ট্র মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার আরেকটি উৎস। শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রপতিদের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের অসামান্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রপতিদের উদ্যোগী ও সক্রিয় ভূমিকা পরবর্তী রাষ্ট্রপতিদের ক্ষমতার উৎস হিসেবে কাজ করে আসছে। এক্ষেত্রে স্বনামধন্য রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন, উড্র উইলসন, ফ্রাং লিন ও রুজভেল্ট, রোনাল্ড রিগান, বিল ক্লিনটন এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের চেষ্টা করেন।

১. শাসন ক্ষমতা ঃ মার্কিন রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগীয় প্রধান। শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা তাঁকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। সংবিধান মার্কিন প্রেসিডেন্টকে শাসন বিষয়ে প্রভুত ক্ষমতা দিয়েছে। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন দপ্তর প্রধান ও অধঃস্তন কর্মাচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। সংবিধানের (১) নং ধারা অনুসারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা ভোগ করেন। শাসক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। রাষ্ট্রপতি সিনেটের পরামর্শক্রমে ক্যাবিনেট সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের বিচার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে নিয়োগ করেন। তিনি দোষী সাব্যস্ত করে কর্মকর্তাদের অপসারণ করতে পারেন। তিনি নির্বাহী আদেশ (Executive orders) জারী করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহী দমন, শান্তি শৃংখলা রক্ষা ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পাবেন।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না।

২. আইন সংক্রান্ত ক্ষমতাঃ আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটি বিশেষ ক্ষমতা। আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বহুবিধ ক্ষমতা ভোগ করেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ফাইনার বলেন, "American president has become a very active legislative leader as well as an executive". সংবিধানের ২নং ধারা অনুসারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেশের অবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেসে বাণী পাঠাতে পারেন। তিনি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন ডাকার ক্ষমতা রাখেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। সংবিধান সংশোধনী বিল ছাড়া অন্যান্য বিলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন। তিনি কোন বিল অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন কিংবা আটকেও রাখতে পারেন। তিনি কংগ্রেস প্রণীত আইনের ফাঁকগুলো পূরণের জন্য শাসন বিভাগীয় আদেশ, অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারেন। তাঁর এ আদেশ আইনের ন্যায় কার্যকরী। প্রেসিডেন্ট সরকারী নীতি প্রণয়নে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

৩. বিচার বিভাগীয় কার্যাবলীঃ মার্কিন রাষ্ট্রপতি শাসন ও আইন বিষয়ের ন্যায় কতিপয় বিচার সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি কোন দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির দন্ডাদেশ হ্রাস কিংবা মওকুফ করতে পারেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টে বিচারকদের নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁদের তিনি ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন না। ফৌজদারী মামলায় দন্ডিত অপরাধীকেও রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করলে তা বাধ্যতামূলক হয়। নাগরিকদের ভোটাধিকার বা সরকারী চাকরীলাভের সমানাধিকার রক্ষায় প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় আদালতে মামলার সূচনা করতে পারেন। সংবিধান ও আইন ব্যাখ্যার সুযোগও তাঁর রয়েছে।

৪. দলীয় নেতা হিসেবে কাজ ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট দলের নেতা। দলীয় নেতা হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলীয় নেতৃত্বের কারণে দলের চাবিকাঠি তাঁর হাতেই। এ সুবাধে তিনি দল এবং কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। মার্কিন শাসন ব্যবস্থা দলভিত্তিক। রাষ্ট্রপতির মর্যাদা দলের সাফল্যের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। তিনি পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কংগ্রেসে স্বদলের সদস্যদের প্রভাবিত করেন। দলের স্বার্থের সঙ্গে তার স্বার্থ জড়িত। গুরুত্বপূর্ণ পদসহ তিনি দলের জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানকে নিযুক্ত করেন।

৫. কুটনৈতিক ক্ষমতা ঃ কুটনৈতিক ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটি বিশেষ ক্ষমতা। তিনি তাঁর দেশের পক্ষে পররাষ্ট্র বিষয়ক ভূমিকায় উত্তীর্ণ হন। পররাষ্ট্র বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করেন। তিনি রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তিনি সিনেটের সাথে পরামর্শ করে থাকেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বৈদেশিক চুক্তি সম্পর্কিত কাজ পরিচালনা করেন। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নির্বাহী চুক্তি (Executive Agreement) সম্পাদন করেন। বৈদেশিক কুটনীতি গ্রহণ এবং বিদেশে কুটনীতিক প্রেরণের ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যাস্ত। এ ছাড়া তিনি বিদেশী সরকারকে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জানাতে পারেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি নিজ দেশের সরকারী মুখপাত্রও বটে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন পররাষ্ট্র বিষয়ে জাতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

৬. অর্থ সংক্রান্ত কাজ ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট কতিপয় অর্থ সংক্রান্ত দায়িত্বও পালন করেন। এ ব্যাপারে তিনি ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। তিনি সারা বছরের জন্য আনুমানিক আয়-ব্যয়ের একটি প্রস্তাব কংগ্রেসে প্রেরণ করেন। তিনি পরিপূরক ব্যয় বরাদ্দের দাবীও পেশ করতে পারেন। তাঁর দলের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে কংগ্রেস এ প্রস্তাব নাকচ হয় না। এ বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করার জন্য একটি

বাজেট ব্যুরো (Budget Bureau) রয়েছে। এ ব্যুরোর প্রধান ডাইরেক্টর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি এ ক্ষমতা বলে বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় হ্রাস, বৃদ্ধি বা সংশোধন করতে পারেন।

৭. বিশ্ব নেতা হিসেবে ভূমিকা ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বর্তমান বিশ্বের এক বিশিষ্ট নেতা। বিশ্ব রাজনীতির পরিমন্ডলে তার ভূমিকা অপরিসীম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের চেষ্টা করেন। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ভূমিকার প্রভাব অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান তাঁর সামরিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নেতৃত্ব বিশ্বের একটি প্রধান শক্তিরূপে কাজ করছে। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তাঁর এ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর থেকে পুঁজিবাদী নেতা হিসেবে তাঁর প্রভাব ও ভূমিকা অপরিসীম।

সারকথা

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট। এ শাসন ব্যবস্থায় আইনত ও বাস্তব ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত। তিনি মার্কিন শাসন বিভাগের আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর ক্ষমতার মূল উৎস হল সংবিধান। সাংবিধানিকভাবে তিনি তাঁর যাবতীয় ক্ষমতা ও কার্যাবলী পালন করে। তিনি প্রকৃত পক্ষে মার্কিন কংগ্রেসের নেতা। তিনি তাঁর দলের নেতা। জাতীয় ও আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন

১। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সদস্য নন -
ক) কংগ্রেসের; খ) সিনেটের;
গ) প্রতিনিধি সভার; ঘ) কোনটির নয়।

২। মার্কিন প্রেসিডেন্ট —
ক) রাষ্ট্র প্রধান; খ) সরকার প্রধান;
গ) রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান; ঘ) কোনটি নয়।

৩। মার্কিন রাষ্ট্রপতি পর পর নির্বাচিত হতে পারেন ?
ক) দু'বার; খ) তিনবার;
গ) চারবার; ঘ) অনির্দিষ্ট কাল।

৪। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হয়েছে সংবিধানের
ক) ৪নং ধারায়; খ) ৬নং ধারায়;
গ) ২ (৬) নং ধারায়; ঘ) ৫নং ধারায়।

উত্তরমালাঃ ১। গ ২। গ ৩। ক, ৪। গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার উৎসগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

প্রয়োজনীয় নোট লিখুন